বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা

মো. মামুন অর রশিদ

তথ্য সব সময়ই গতিশীল। প্রযুক্তির ছোঁয়া তথ্যের এই গতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তথ্য সত্যকে ধারণ করে এবং তা নির্মোহভাবে প্রকাশ করে। তথ্যের এসব গুণের কারণে তথ্যকে শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তথ্য দ্বারা যখন কেউ উপকৃত হন, তখন তিনি অনুধাবন করতে পারেন তথ্য কতটা শক্তিশালী। আর্থসামাজিক সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য নামক এই শক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম নিয়ামক হিসাবেও বিবেচনা করা হয়।

সম্প্রতি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রথম ধাপ হলো, বৈষম্যের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং দ্বিতীয় তথা শেষ ধাপ হলো, বৈষম্য নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

বৈষম্যের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং বৈষম্যের পরিমাণ প্রকাশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর কার্যকর প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। তথ্য অধিকার আইন দেড় দশকের পুরাতন একটি আইন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ এই আইনের মূল চেতনা সম্পর্কে অবহিত নন। কারো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান তথ্য অধিকার আইনের মূল চেতনার পরিপন্থি। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশই হলো তথ্য অধিকার আইনের মূল চেতনা। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৬-এ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য সূচিবদ্ধভাবে প্রকাশ ও প্রচার করবে। বাস্তবতা হলো, এই নির্দেশনা খুব কম সংখ্যক কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। আবার অনেকেই প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রকাশ করতে চান না। প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রকাশ করলে জনগণ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হবে এবং প্রকাশিত বিষয়ে মতামত প্রদান করতে পারবে। যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত। মোটকথা কোনো প্রতিষ্ঠানে জনগুরুত্বপূর্ণ যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তার তথ্য জনগণকে স্বপ্রণোদিতভাবে জানাতে হবে।

এই ধারায় আরও বলা হয়েছে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখনো অনেক দপ্তর-সংস্থা বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে না। প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলে বিভিন্ন সূচকে বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠতো। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়টিকে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। এখন যেটি করা উচিত সেটি হলো, বার্ষিক প্রতিবেদনে গত কয়েক বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র রাখতে হবে। যা বৈষম্য চিহ্নিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৬-এ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো পন্থায় প্রচার বা প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। এ নির্দেশনাও সব ক্ষেত্র প্রতিপালন হচ্ছে না। তথ্য অধিকার আইনের তথ্য প্রকাশ-সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় সরকারি দপ্তর-সংস্থায় কর্মরত অনেকের মাঝে এখনো তথ্য গোপন করার মানসিকতা রয়েছে। মনে রাখতে হবে তথ্যের গোপনীয়তা রাষ্ট্রে বৈষম্য বৃদ্ধি করে।

গত কয়েক বছরে বাজেট বণ্টনে অনেক বৈষম্য হয়েছে। সুষম উন্নয়নের জন্য সুষম বাজেট বরাদ্দের কোনো বিকল্প নেই। গত কয়েক বছরে বাজেট বণ্টনে যে বৈষম্য হয়েছে, তা প্রকাশ করা এখন সময়ের দাবি। এই বৈষম্যের চিত্র দুইভাবে প্রকাশিত হতে পারে। প্রথমত, কোনো দপ্তর-সংস্থা স্বপ্রণোদিতভাবে ওই দপ্তরের বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরতে পারে। দ্বিতীয়ত, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জনগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্যের চিত্র প্রকাশিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীরাও বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা থেকে বৈষম্য-সংক্রান্ত

তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন আকারে মিডিয়াতে প্রকাশ করতে পারেন। এ ধরনের প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলে বৈষম্যের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠবে, যা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়া সম্পদের বৈষম্যের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খারাপ। অক্সফাম-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশ বাংলাদেশি জাতীয় সম্পদের ১৬ দশমিক ৩ শতাংশের মালিক। আর সবচেয়ে দরিদ্র ৫০ শতাংশ মানুষ জাতীয় সম্পদের ৮ দশমিক ৬ শতাংশের মালিক। এই সম্পদ বৈষম্যের অনেক কারণ রয়েছে। এসব কারণ চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

সরকার সম্প্রতি সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী দাখিলের নির্দেশনা দিয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে খুব ভালো উদ্যোগ। এখন যেটি করা প্রয়োজন সেটি হলো, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর-সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। এটি করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক ঘরে বসেই সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী দেখতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে কোনো সরকারি কর্মচারী যদি সম্পদের বিবরণীতে অসত্য তথ্য প্রদান করেন, তাহলে যে-কেউ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবেন। সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব শুধু একবার নিলেই হবে না, প্রতি এক বা দুই বছর পরপর সম্পদের বিবরণী হালনাগাদেরও উদ্যোগ নিতে হবে।

সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও রয়েছে সীমাহীন বৈষম্য। সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির সমাধান হলেও পদোন্নতি ও পদায়নে এখনো বৈষম্য রয়েছে। সিভিল সার্ভিসে ৭৫ শতাংশ উপসচিব নিয়োগ করা হয় প্রশাসন ক্যাডার থেকে। আর বাকি ২৫ ক্যাডার থেকে ২৫ শতাংশ উপসচিব নিয়োগ করা হয়। আবার এক ক্যাডারের শিডিউলভুক্ত পদে অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হচ্ছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও রয়েছে অনেক বৈষম্য। কেউ সঠিক সময়ে পদোন্নতি পাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ পদোন্নতির সকল শর্ত পূরণ করেও পদোন্নতি পাচ্ছেন না। সিভিল সার্ভিস ছাড়াও অন্যান্য চাকরিতেও রয়েছে সীমাহীন বৈষম্য। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বৈষম্যের চিত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। জনপ্রশাসনে বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে কমিশন গঠন করেছে। গত দেড় দশকে জনপ্রশাসনে যে বৈষম্য হয়েছে, তা প্রতিবেদন আকারে কমিশনের নিকট উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এটি করা হলে বৈষম্য নিরসনে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজতর হবে।

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করাই বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে খাতভিত্তিক বৈষম্যের চিত্র জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়া উচিত। বৈষম্যের তথ্য যত বেশি প্রচার হবে, মানুষ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তত বেশি সোচ্চার হবেন। জনগণের বৈষম্যবিরোধী মনোভাব এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সরকারের কার্যকর উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন বৈষম্যহীন আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণ ত্বরান্বিত করবে, এমনটাই প্রত্যাশা।

লেখক : জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে কর্মরত

পিআইডি ফিচার